‘শেখ হাসিনা প্রথম সরকার প্রধান যাকে ক্লিনটন নিজে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন’

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই হলেন বাংলাদেশের প্রথম সরকারপ্রধান যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে সে দেশ সফর করবেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঢাকা সফরের সময় তাঁকে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করছেন আগামী অক্টোবরেই যাতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। এটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি একটি সুনির্দিষ্ট আমন্ত্রণ। একটি সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে তাঁকে সেখানে সফরে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। ক্লিনটনের সফরের সময়কার সময় অনেক কিছুর মাঝে এটি ছিল একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পররাষ্ট্র সচিব সিএম শফি সামী বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে কথাগুলো বলেন। অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব রুহুল আমিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কেএম শিহাব উদ্দিন, ডিজি (আমেরিকা ও প্যাসিফিক) সারজিল হাসান, ডিজি (ইপি) হোসেন কমলসহ কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্র সচিব প্রেস ব্রিফিংয়ে ক্লিনটনের সফর থেকে পাওয়া নানান গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের খুঁটিনাটি বিষয়াদি উপস্থাপন করেন। সচিব বলেন, ক্লিনটন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এর ছয়মাসের ভিতর ফিরতি সফর হবে। এটি ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের গুরুত্বকেই সামনে নিয়ে এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টরা নানান পছন্দের ভিত্তিতে বিদেশ সফরে যান। নানান স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে তাঁর সফর সিদ্ধান্তের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ যে এখন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির জন্য উচ্চ অগ্রাধিকারের একটি দেশ তা প্রকাশ পেয়েছে ক্লিনটনের ঢাকা সফরের নানান কর্মসূচীতে। ঢাকায় ক্লিনটন নিজে বলেছেন, বাংলাদেশ ভবিষ্যতের জন্য এক বিশাল সম্ভাবনার দেশ। ক্লিনটন তাঁর সফরকে বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গঠনমূলক নীতি কর্মসূচীর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্পষ্ট অনুমোদনও প্রমাণ করেছে এসব বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে এ সফর। বঙ্গভবনের ভোজ সভায় ক্লিনটন বলেছেন, আগামীকাল সকালে যে সূর্য উদিত হবে তা হবে বন্ধুত্ব-সহযোগিতার নতুন সূর্যোদয়।

সিএম শফি সামী সফরকালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঘোষিত অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিস্তারিত বৃত্তান্তও তুলে ধরেন। নতুন খাদ্য সহযোগিতার জন্য ৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মঞ্জুরির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জ্বালানি কর্মসূচীর উন্নয়নে দেয়া হবে ৫০ মিলিয়ন ডলার। ৩০ হাজার শিশু শ্রমিকের শিক্ষাসহ জীবনের মান উন্নয়নের জন্য আরও কয়েক মিলিয়ন ডলার দেয়া হবে। গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য খাতে ৩ মিলিয়ন ডলার দেবার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঢাকায় বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ ব্যাপারে বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়নে তাঁরা নতুন সাহায্য দেবেন বলেছেন। নারী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচীতে ৩ মিলিয়ন, শিশু ও নারী পাচার রোধে ১ দশমিক ১৬, খাদ্য গুদামগুলোর সংস্কার, উন্নয়নে ৬ মিলিয়ন, বন্যাবিধ্বস্ত স্কুল পুনর্নির্মাণে ১ মিলিয়ন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার সহযোগিতা করা হবে। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের প্রত্যর্পণে এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের অভিবাসন বিষয় সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। খুনীদের প্রত্যর্পণে মার্কিন সরকারের কিছু আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন রয়েছে। গার্মেন্টস কোটা বৃদ্ধি, বাংলাদেশী পণ্যের মার্কিন বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশের বিষয়েও তাঁরা বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। পররাষ্ট্র সচিব এ ছাড়া আরও কিছু বিষয় তুলে ধরেন যা এসেছে ক্লিনটনের সফরের সাফল্য থেকে।